দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ [illegible] JUL 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বিরোধিতার মধ্যেই ঢাবিতে উপাচার্য প্যানেল চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের একাংশের বিরোধিতা, , বিএনপি-জামায়াতপন্থিদের বর্জন, ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রবল বিক্ষোভের মুখেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য নিয়োগে গতকাল প্যানেল চূড়ান্ত করেছে সিনেট। প্যানেলে তিনজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তারা হলেন– বর্তমান উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

বিরোধিতার মধ্যেই ঢাবিতে উপাচার্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কামাল উদ্দীন ও বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন মো. আব্দুল আজিজ। তাদের মধ্যে কামাল উদ্দিন ও আব্দুল আজিজ আরেফিন সিদ্দিকের 'নিজস্ব লোক' হিসেবেই পরিচিত। ফলে শিক্ষকরা ধারণা করছেন, আগামী ২৪ আগস্ট বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তৃতীয় মেয়াদে নতুন করে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন আরেফিন সিদ্দিক। প্যানেলের তিনজন থেকে নতুন উপাচার্যকে নিয়োগ দেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। জানা গেছে, সিনেটের ১০৫ সদস্যের মধ্যে ৫৫ সদস্য থাকায় নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আওয়ামী লীগসমর্থিত শিক্ষকদের নীল দলের একটি অংশ। একই কারণ দেখিয়ে অধিবেশন বর্জন করেছেন বিএনপি-জামায়াতসমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকরা। সিনেটে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রতিনিধি না থাকায় গতকাল অধিবেশনের আগে বিক্ষোভ করেছেন তারা। এতে বেশ কয়েকটি বাম ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন। এ সময় বিক্ষোভে বাধা দেন উপাচার্যপন্থি বেশ কিছু শিক্ষক। এতে শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধাক্কাধাক্কির একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন এক শিক্ষকের হাত ভেঙে যায় বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

২০১৩ সালের ২৪ আগস্টও একইভাবে সিনেটে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন বর্তমান উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক। ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি তিনি সাময়িকভাবে নিয়োগ পান। এর সাড়ে চার বছর পর বিশেষ সিনেট অধিবেশন ডেকে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করেন। তখন সিনেটের সদস্য ছিলেন ৫০ জন। যদিও বর্তমানে সিনেটে ৫৫ প্রতিনিধি রয়েছেন। কিন্তু নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৫ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট, ৫ শিক্ষার্থী প্রতিনিধিসহ ৫০ সদস্য অনুপস্থিত। এ নিয়ে গত ১৬ জুলাই সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকার পর ২৪ জুলাই উচ্চ আদালতে ১৫ শিক্ষক ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করেন। কিন্তু এ আদেশটি ২৬ জুলাই স্থগিত করে দেন চেম্বার বিচারপতি। ৩০ জুলাই (আজ) এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির কথা রয়েছে। এর মধ্যেই গতকাল সিনেটে উপাচার্য প্যানেলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।